সুন্নাহ্‌র অনুসরণ ও তার বিপক্ষে ইমামগণের কথা বর্জন করার ব্যাপারে ইমামগণের উক্তি

এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমামগণের পক্ষ থেকে যে সব উক্তি আমি সংগ্রহ করেছি তার কিছুটা উল্লেখ করা উপকারী বলে মনে করছি। হয়তোবা যারা তাঁদের বরং তাঁদের চেয়ে অনেক নিম্নপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসরণ করে; তাদের জন্য এতে উপদেশ থাকতে *পারে।*[১] *তারা তাদের মাযহাব এবং* কাজগুলোকে আসমান থেকে অবতীর্ণ ঐশী বাণীর ন্যায় শক্তহাতে ধরে রাখে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

" তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ কর, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ওলীর অনুসরণ কর না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।"[২]

১) আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমামগণের মধ্যে প্রথমেই হলেন ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর সাথীগণ তাঁর অনেক কথা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, সব কয়টি কথা একটাই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে, আর তা হচ্ছেঃ হাদীসকে আঁকড়ে ধরা ও তার বিপক্ষে ইমামগণের কথা পরিহার করা ওয়াজিব। (কথাগুলো হচ্ছে)

(১) হাদীস বিশুদ্ধ প্রমানিত হলে সেটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে।[৩]
(২) আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারো জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়।[৪]

অর্থঃ যে আমার কথার প্রমাণ জানে না তার পক্ষে আমার কথার দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করা হারাম।

অর্থঃ কেননা আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আবার আগামীকাল তা থেকে ফিরে যাই।

অর্থঃ হে হতভাগা ইয়াকুব ! (আবু ইউসূফ) তুমি আমার থেকে যা কিছু শুন তা লিখনা, কেননা আমি আজ এক মত পোষণ করি এবং আগামীকাল তা পরিহার করি, আবার আগামীকাল এক মত করি আর পরশুদিন তা পরিত্যাগ করি।[৫]

---

[১] এই অন্ধ অনুসরণকে উদ্দেশ্য করেই ইমাম ত্বাহাবী বলেছেনঃ গোঁড়া অথবা নির্বোধ ছাড়া অন্য কেউ অন্ধ অনুসরণ (তাক্বলীদ) করে না। ইবন্ আবিদীন একথা তাঁর পুস্তিকাগুচ্ছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ১ম খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায়।

[২] সুরা আ'রাফ ৩ আয়াত।

[৩] ইবন্ আবিদীন এর হাশিয়া ১ম খন্ড ৬৩ পৃষ্ঠা, ছালিহ আল ফাল্লানীর পৃষ্ঠা ৬২ ইত্যাদি। ইবন্ আবিদীন ইবনুল হুমামের উস্তাদ ইবনুশ শাহনা আল-কাবীরের থেকে উদ্ধৃত করেনঃ যখন হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে যাবে আর তা মাযহাবের বিপক্ষে থাকবে তখন হাদীছের উপরেই আমল করা উচিত হবে এবং এটাই তাঁর (ইমামের) মাযহাব বলে বিবেচিত হবে। উক্ত হাদীসের উপর আমল করাটা তাকে হানাফী মাযহাব থেকে বহিষ্কার করবে না। কেননা বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আবু হানীফা থেকে এসেছে যে, "হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এটাই আমার অনুসৃত পথ বলে জানতে হবে"। একথা ইমাম ইবন্ আব্দুর রব্ব ইমাম আবু হানীফাসহ অন্যান্য ইমামদের থেকেও বর্ণনা করেন।

আমি বলছিঃ এটা হচ্ছে ইমামগণের ইল্‌ম ও তাক্বওয়ার পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। যাতে তারা সমস্ত হাদীস আয়ত্ব করতে পারেননি। যে কথা ইমাম শাফিয়ী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, পরবর্তীতে যার উল্লেখ রয়েছে। তাই কদাচিৎ তাদের নিকট অনাগত অজানা সুন্নাতের বিপরীত কিছু (বচন-আচরণ) পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই তাঁরা আমাদেরকে সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরার এবং এটাকেই তাদের অবলম্বনকৃত পথ (মাযহাব) হিসাবে পরিগণিত করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের সবাইকে রহম করুন।

[৪] আমি বলছিঃ যদি তাদের কথা এমন হয় এসব লোকদের ব্যাপারে যারা তাদের কথার দলীল কি সেটা জানে নাই তবে ঐসব লোকদের ব্যাপারে তাদের কি বক্তব্য হতে পারে যারা তাদের (ইমামদের) কথার বিপক্ষে দলীল রয়েছে তা জানার পরেও দলীলের বিপরীত ফাতওয়া দেয়। অতএব হে পাঠক ! বাক্যটি নিয়ে আপনি ভেবে দেখুন, কেননা এ একটি বাক্যই তাকলীদের (অন্ধ অনুসরণের) প্রাচির ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাইতো কোন এক মুকাল্লিদ আলিমকে দলীল না জেনে ইমাম আবু হানীফার কথায় ফাতওয়া দানে আমি বাধা প্রদান করলে তিনি এটাকে ইমাম সাহেবের কথা বলে অস্বীকার করেন।

[৫] আমি বলছিঃ এর কারণ এই যে, ইমাম সাহেব প্রায়ই কিয়াস করে কথা বলতেন, তাই পরবর্তীতে যখন অপর একটি আরো শক্তিশালী কিয়াস প্রকাশ পেয়ে যেত অথবা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস তাঁর কাছে পৌছে যেত তখন তিনি এটাই গ্রহণ করতেন আর তার পূর্বের কথা পরিহার করতেন। শা'রানী গ্রন্থেও ১ম খন্ড ৬২ পৃষ্ঠায় বলেন যার সংক্ষেপ হচ্ছে এই ঃ

অর্থঃ যখন অমি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল (সাঃ) -এর হাদীস বিরোধী তা হলে তোমরা আমার কথা পরিত্যাগ করবে।[৬]

২) মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

(১) অর্থঃ আমি নিছক একজন মানুষ, ভুলও করি শুদ্ধও করি। তাই তোমরা লক্ষ্য করো আমার অভিমতের প্রতি। এগুলোর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে তা গ্রহণ কর আর যতটুকু এতদুভয়ের সাথে গর্মিল হয় তা পরিত্যাগ কর।[৭]

অর্থঃ আমরা এবং প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখি যে, যদি তিনি শরীয়ত (হাদীস) লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন আর হাফিযগণ তা একত্রিত করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও সীমান্তে ভ্রমণ করে তা অর্জন করে ফেলতেন এবং তিনি তা হস্তগত করতে পারতেন তাহলে ইমাম সাহেব এগুলোই গ্রহণ করতেন আর যতসব কিয়াস করেছিলেন তা পরিহার করতেন। ফলে তাঁর মাযহাবেও অন্যান্য মাযহাবের ন্যায় কিয়াস কমে আসত। কিন্তু শরীয়তের দলীল যেহেতু তাঁর যুগে তাবেঈন ও তাবে'তাবেঈনদের কাছে বিভিন্ন শহর, গ্রাম ও সীমান্তে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল তাই তার মাযহাবে আবশ্যিকভাবে অন্যান্য ইমামদের চেয়ে বেশী কিয়াসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তা এই জন্য যে, তার কিয়াসকৃত মাসআলাগুলোতে স্পষ্ট দলীল পাননি । পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ তার চেয়ে ব্যতিক্রম। কেননা হাদীস শাস্ত্রেও পন্ডিতগণ তাঁদের যুগে হাদীস অন্বেষণ ও সংকলনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে ফেলেছিলেন, তাতে শরীয়তের এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এটাই ছিল তাঁর মাযহাবে কিয়াস বেশী ও অন্যান্যদের মাযহাবে তা কম হওয়ার (মূল) কারণ।

আবুল হাসানাত লক্ষ্মৌভী এতদ সংক্রান্ত বিষয়ের এক বৃহৎ অংশ উদ্বৃত করেন এবং তার উপর সমর্থনমূলক এবং ব্যাখ্যাদানমূলক টীকা সংযুক্ত করেন। উৎসুক মহল তা পড়ে দেখতে পারেন।

আমি বলছিঃ আবু হানীফা (রহঃ) কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে বিশুদ্ধ হাদীছ বিরোধী কথার পক্ষে যখন এহেন 'উযর বিদ্যমান, যা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। কেননা আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তাঁর সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপান না। অতএব তাকে কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক যেভাবে কটাক্ষ করে কথা বলে তা মোটেও বৈধ নয়। বরং তাঁর ব্যাপারে আদব রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা তিনি মুসলিম সমাজের ইমামগণের একজন যাদের দ্বারা এই দীনকে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অমৌলিক মাসআলার ক্ষেত্রে অনেক কিছু পৌছেছে। তিনি ভুল শুদ্ধ যা কিছু বলেছেন সর্বাবস্থায়ই প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন। অপরপক্ষে তাঁর ভক্তদেরও উচিত হবে না যে, তারা তাঁর হাদীস বিরোধী কথাগুলো ধরে থাকবে। কেননা এটা তাঁর মাযহাব নয়। যেমন আপনি এ ব্যাপারে তাঁর কথাগুলো কিছুক্ষণ পূর্বে দেখালেন, তাই বলি (উপরোক্ত লোকদের) একদল হচ্ছে এক প্রান্তরে আর অপর দল হচ্ছে অন্য প্রান্তরে। অথচ হক্ব বিরাজ করছে উভয় দলের মাঝামাঝিতে। আল্লাহ তা'লার বাণীঃ

অর্থঃ হে আল্লাহ আমাদেরকে এবং ঈমান আনয়নে আমাদের অগ্রনী ভাইদেরকে ক্ষমা কর। আর ঈমনদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের রব ! নিশ্চয় তুমি অতি মমতাময় দয়ালু। (সুরা-আল-হাশর ১০ আয়াত)

[৬] ফাল্লানীর গ্রন্থেও ৫০ পৃষ্ঠায় তিনি এটাকে ইমাম মুহাম্মদের কথা বলেও উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেনঃ এ কথা এবং এ মর্মের অন্যসব বক্তব্য মুজতাহিদের জন্যে নয় কেননা তিনি ইমামদের কথার প্রয়োজন বোধ করেন না । বরং এটি (ইমামের কথাকে দলীলের সঙ্গে মিলিয়ে মানা) মুকাল্লিদ-এর জন্যই প্রযোজ্য।

আমি বলছিঃ এর উপরে ভিত্তি করেই ইমাম শা'রানী গ্রন্থের ১ম খন্ড ২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ তুমি যদি বল, তবে সেই হাদীসকে আমি কি করব যা আমার ইমামের মারা যাওয়ার পর বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে এবং তিনি তা গ্রহণ করেননি । উত্তর হবে এই যে, তোমার পক্ষে ওয়াজিব হবে হাদীছের উপর আমল করা। কারণ, তোমার ইমাম যদি এটি পেতেন এবং ইহা তাঁর কাছে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে যেত তবে হয়তোবা তিনি এটি মেনে নেয়ার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতেন। কারন ইমামগণের প্রত্যেকেই শরীয়তের হাতে বন্দি। যে ব্যক্তি তা মেনে নিল সে দুই হাতে সমস্ত মঙ্গল অর্জন করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি বললঃ আমার ইমাম যে হাদীছ গ্রহণ করেছেন কেবল সেই হাদীছের উপরেই আমি আমল করব সে ব্যক্তি থেকে অনেক মঙ্গল ছাড়া পড়বে যেমনটি হচ্ছে অনেক মাযহাবের ইমামদের অন্ধ অনুসারীদেও বেলায়। তাদের পক্ষে উত্তম ছিল ইমামগণের অছিয়ত অনুযায়ী তাঁদের পরে যে সব হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তার উপর আমল করা। কেননা আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁরা যদি বেঁচে থাকতেন এবং তাদের ইন্তিকালের পরে যেসব হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তা পেয়ে যেতেন তবে অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন এবং তার উপরে আমল করতেন। আর যতসব কিয়াস ও কথা তাদের পক্ষ থেকে এসেছে তা পরিহার করতেন।

[৭] ইবন্ আব্দুর রব তাঁর গ্রন্থে (২/৩২) তাঁর থেকে ইবন হাযম তাঁর গ্রন্থে (৬/১৪৯) ফাললানী ৭২ পৃঃ।

(২) অর্থঃ নবী (সাঃ) ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের কথা গ্রহনীয় এবং বর্জনীয় (কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল কথা গ্রহনীয় ।)[৮]

(৩) ইবন অহাব বলেনঃ আমি মালিক (রহঃ)-কে 'ওযু' তে পদ যুগলের অঙ্গুলিসমূহ খিলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি ,তিনি (উত্তরে) বলেনঃ লোকদেরকে তা করতে হবে না। (ইবন ওহাব) বলেনঃ আমি তাঁকে লোকসংখ্যা কমে আসা পর্যন্ত ছেড়ে রাখলাম। অতঃপর বললাম, আমাদের কাছে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে, তিনি বললেন, সেটা কি ? আমি বললামঃ আমাদেরকে লাইছ ইবন ছা'য়াদ, ইবন লহী'য়াহ ও আমর ইবনুল হারিছ ইয়াযীদ ইবন্ আমর আল মু'য়াফিরী থেকে তিনি আবু আব্দির রহমান আল হুবালী থেকে তিনি আল মুসতাউরিদ বিন শাদ্দাদ আল কুরায়শী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ অর্থঃ আমি রাসূল (সাঃ)-কে দেখেছি তিনি তাঁর কণিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা পদযুগলের অঙ্গুলিগুলোর মধ্যভাগ মর্দন করেছেন। এতদশ্রবণে ইমাম মালিক বললেন এ-তো সুন্দর হাদীস। আমি এ যাবৎ এটি শুনিনি। পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি এবং তাতে তিনি অঙ্গুলি মর্দনের আদেশ দিতেন।[৯]

৩) শাফি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম শাফি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে এই মর্মে অনেক চমৎকার চমৎকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে।[১০]তাঁর অনুসারীগণ তাঁর এই সব কথায় অধিক সাড়া দিয়েছেন এবং উপকৃতও হয়েছেন। কথাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কিছু সুন্নাহ গোপন থাকবেই ও ছাড়া পড়বেই। তাই আমি যত কথাই বলেছি অথবা মৌলনীতি উদ্ভাবন করেছি সেক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) থেকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য পাওয়া গেলে আল্লাহর রাসূলের কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত আর এটিই হবে আমার (বরণীয়) কথা।[১০]

(২) মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যার কাছে রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ (সহীহ) পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়ে যায় তার পক্ষে বৈধ নয় অন্য কারো কথায় তা বর্জন করা।[১১]

(৩) তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাবে তখন আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতানুসারে কথা বলবে, আর আমি যা বলেছি তা ছেড়ে দিবে। অপর বর্ণনায় রয়েছেঃ তোমরা তারই (সুন্নাতেরই) অনুসরণ কর, আর অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না।[১২]

(৪) অর্থঃ হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে গেলে এটাই আমার গৃহীত পন্থা (মাযহাব)।[১৩]

---

[৮] এটা ইমাম মালিকের কথা হিসেবে পরবর্তীদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর থেকে বর্ণিত হওয়ার বিশুদ্ধতা ইবন্ আব্দিল হাদী সাব্যস্ত করেছেন। ইবন আব্দুর রব ঘটনাটি তাঁর কিতাবের ২/৯১ পৃষ্ঠায় এবং ইবন হাযম এর ৬/১৪৫,১৭৯ পৃষ্ঠায় হাকাম ইবন উতাইবাহ ও মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাক্বীউদ্দীন আস্ সুবকী এর ১/১৪৮ পৃষ্ঠায় ইবন আব্বাসের কথাটি (মুলতঃ) ইবন আব্বাসের কাছ থেকে মুজাহিদ গ্রহণ করেন, আর তাদের দু'জনের কাছ থেকে ইমাম মালিক তা গ্রহণ করেন এবং তার কথা বলে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আমি বলছিঃ অতঃপর তাঁদের কাছ থেকে ইমাম আহমাদ এটি গ্রহণ করেন, তাই আবু দাউদ তাঁর গ্রন্থেও ২৭৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আমি আহমদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ এমন কোন লোক নাই যার সব কথাই গ্রনণযোগ্য কেবল নবী (সাঃ) ব্যতীত।

[৯] ইবন হাযম বলেনঃ (৬/১১৮) যে সব ফক্বীহদের অন্ধ অনুসরণ করা হয় তারা নিজেরাই তাক্বলীদ খন্ডন করেছেন, তারা স্বীয় সাথীদেরকে নিজেদের তাক্বলীদ থেকে নিষেধাজ্ঞা শুনিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ ছিলেন কঠিনতম। সহীহ হাদীস অনুসরণ ও দলীল যা অপরিহার্য করে তা গ্রহণের গুরুত্ব তাঁর কাছে যত বেশী ছিল তা অন্যদের কাছে ছিল না। তাঁকে অন্ধ অনুসরণ করার প্রতিও তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি তা ঘোষনাও করেছেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে উপকার করুন এবং তাঁকে বড় ধরনের প্রতিদান দান করুন। তিনি বহু মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসার সোপান ছিলেন।

[১০] হাকিম স্বীয় অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শাফি'ঈ থেকে বর্ণনা করেন যেমন রয়েছে ইবন আসাকির এর গ্রন্থে ১৫/১/৩পৃঃ।

[১১] ইবনুল কাইয়িম ২/৩৬১, আল ফাললানী ৬৮।

[১২] আল হারাবীর গ্রন্থে (৩/৪৭/১), খত্বীবের গ্রন্থে (৮/২), ইবন্ আসাকির (১৫/৯/১), নববীর গ্রন্থে (১/৬৩), ইবনুল কাইয়্যম (২/৩৬৮), ইবন্ হিব্বানের গ্রন্থে ৩/২৮৪) স্বীয় বিশুদ্ধ সনদে ইমাম থেকে তা (আবু নুআইমের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[১৩] নববীর পূর্বোক্ত কিতাবে, শা'রানী তার গ্রন্থে (১/৫৭পৃঃ) এটাকে হাকিম বাইহাক্বীর কথা বলে উল্লেখ করেন। আল ফাল্লানী (১০৭পৃঃ)।

(৫) আপনারাই[১৪] হাদীস বিষয়ে ও তার রিজালের (বর্ণনাকারীদের) ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তাই ছহীহ হাদীস পেলেই আমাকে জানাবেন চাই তা কুফীদের বর্ণনাকৃত হোক চাই বাছরীর হোক অথবা শামীর (সিরিয়ার) হোক বিশুদ্ধ হলে আমি তাই গ্রহণ করব।

(৬) যে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) থেকে আমার কথার বিরুদ্ধে হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট বিশুদ্ধরূপে কোন হাদীস পাওয়া যাবে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম।[১৫]

(৭) যখন তোমরা দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি যার বিরুদ্ধে নবী (সাঃ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে তবে জেনে রেখ যে, আমার বিবেক হারিয়ে গেছে।[১৬]

ইমাম শা'রানী বলেনঃ ইবন্ হযম বলেনঃ (বাক্যটির অর্থ) তাঁর নিকট অথবা অন্য কোন ইমামের নিকট (হাদীসটি) বিশুদ্ধ হয়ে গেলে (সেটাই আমার মাযহাব)।

আমি বলছিঃ ইমাম সাহেবের সমাগত বাণী সংশ্লিষ্ট কথার পরে স্পষ্টতঃ এই (ইবন হাযমের ব্যাখ্যারই) অর্থই বহন করে।

ইমাম নববীর বক্তব্যের সংক্ষেপ হচ্ছেঃ এই কথার উপর আমাদের সাথীগণ আমল করেছেন, ফজরের আযানে --- বলে সলাতের জন্য মানুষকে জাগ্রত হওয়ার আহবান করার বিষয়ে (যার তিনি বিরোধী ছিলেন) এবং ইহরামের অবস্থা থেকে রোগের উযর সাপেক্ষে হালাল হওয়ার শর্তের ব্যাপারে (যে শর্ত তিনি করেছিলেন, অথচ রোগ ছাড়া অন্য কারণেও ইহরাম মুক্ত হওয়ার সপক্ষে হাদীছ এসেছে)। এতদুভয় বিষয় ছাড়াও আরো যা (তার) মাযহাবের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমাদের সাথীদের মধ্যে যারা (ইমামের ফাতওয়ার বিপক্ষে) হাদীছ দ্বারা ফাতওয়া দিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে তারা হচ্ছেনঃ আবু ইয়া'কুব আল বুওয়াইত্বী, আবুল কাসিম আদ্দারিকী, আর যারা (ইমাম সাহেবের এই বানীকে) আমল দিয়েছেন আমাদের মুহাদ্দিছ সাথীদের মধ্যে হতে তারা হচ্ছেনঃ ইমাম আবু বকর আল বাইহাক্বী ও অন্যান্যগণ। আমাদের পূর্ববর্তীদের একদল এমন ছিলেন যারা কোন বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈর মাযহাবের বিপরীতে হাদীছ পেলে তাঁরা হাদীসের উপরেই আমল করতেন এবং এ দিয়েই ফাতওয়া প্রদান করতেন আর বলতেনঃ হাদীসের সাথে যা মিলে তাই ইমাম শাফি'ঈর মাযহাব।

শাইখ আবু আমর বলেনঃ শাফি'ঈদের মধ্যে যিনি এমন হাদীস পান যা স্বীয় মাযহাবের বিরোধিতা করে তখন তিনি ভেবে দেখেন, যদি তাঁর মধ্যে ব্যাপক ইজতিহাদের বিরোধিতা করে তখন তিনি ভেবে দেখেন, যদি তাঁর ব্যাপক ইজতিহাদের উপকরণগুলো পরিপূর্ণ থাকে অথবা শুধু এই অধ্যায় বা বিষয়ে তা পাওয়া যায় তবে হাদীছের উপর আমল করার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা রয়েছে। আর যদি তার মধ্যে ইজতিহাদের উপায়-উপকরণগুলো না পাওয়া যায়, আর হাদীছ বিরোধী কাজ তাঁর পক্ষে কঠিন মনে হয় অথচ খোঁজাখুজি করে হাদীসের বিপরীত বক্তব্য পোষনকারীর পক্ষে কোন সমচিত জবাব না পাওয়া যায় তবে ইমাম শাফি'ঈ ছাড়া অন্য কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ ইমাম যদি এর উপর আমল করে থাকেন তবে তার এটির উপর আমল করার অধিকার রয়েছে। আর এক্ষেত্রে এ নীতি অবলম্বন ইমামের মাযহাব পরিত্যাগের ব্যাপারে 'উযর বলে বিবেচিত হবে। তাঁর এই কথা সুন্দর ও পালনীয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।

আমি বলছিঃ এখানে অপর একটি পরিস্থিতি থেকে গেছে যা ইবনুছ সালাহ (আবু আমর) উল্লেখ করেননি তা হচ্ছে যখন হাদীছের উপর আমলকারী কাউকে না পাওয়া যায় তখন কি করবে ? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তক্বীউদ্দীন সুবকী। তাঁর----- নামক গ্রন্থে (৩/১০২পৃঃ) তিনি বলেনঃ আমার নিকট হাদীছ অনুসরণ করাই উত্তম। কেউ ধরেনিক যে, সে নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে রয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকেই হাদীছ শুনল, তবে কি হাদীছ মান্য করতে দেরী করার কোন অবকাশ থাকবে ? আল্লাহর শপথ থাকবেন। আর প্রত্যেকেই তার বুঝ অনুযায়ী (হাদীছের প্রতি) আমল করতে বাধ্য। উক্ত আলোচনা ও তথ্যের পূর্ণ বিবরণ পাবেন----- (২/৩০২ ও ৩৭০) এবং ফুল্লানীর কিতাব যার নাম--- কিতাবটি স্বীয় অধ্যায়ে অতুলনীয়। প্রত্যেক সত্য প্রিয় ব্যক্তির কর্তব্য অনুধাবন ও গবেষণামূলক মানসিকতা নিয়ে এটি পাঠ করা।

[১৪] সম্বোধনটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে করেছেন, কথাটি ইবন আবি হাতিম--- গ্রন্থেও ৯৪-৯৫পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেন, আবু নুআইম --- গ্রন্থেও (৯/১০৬)। খত্বীব --- গ্রন্থের (৮/১) খত্বীব থেকে ইবন আসাকির তার গ্রন্থে (১৫/৯/১) ইবনু আকিল বর ---গ্রন্থে পৃঃ৭৫। ইবনুল জাউযী --- পৃঃ ৪৯৯ ও আলহারাবী তার গ্রন্থের (২/৪৭/২) পৃষ্ঠাতে তিনটি সুত্র পথ দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। এজন্যেই ইমাম সাহেবের দিকে এর সম্বন্ধেকে সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করেন ইবনুল কাইয়্যিম--- গ্রন্থের (২/৩২৫) পৃষ্ঠা এবং আল ফুল্লানী--- এর ১৫২ পৃষ্ঠায়। কথাটি উল্লেখ করতঃ বলেনঃ বাইহাক্বী বলেন, এজন্যই তাঁর (ইমাম শাফি'ঈর) দ্বারা বেশী হাদীছ গ্রহণ সম্ভব হয়, তিনি হিজায, সিরিয়া, ইয়ামন ও ইরাকবাসীকে জমায়েত করেন, তাঁরকাছে যে হাদীছই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তাই গ্রহণ করেছেন। এতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করেননি এবং তাঁর স্বদেশী মাযহাবের মিষ্টি কথার দিকে ধাবিত হননি। যখনই তিনি অন্য কারো নিকট হক্ব প্রকাশিত পেয়েছেন তখনই তা গ্রহণ করেছেন। তাঁর পূর্বে যারা ছিলেন তাদের কেউ কেউ স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় মাযহাবের জানা কথার উপরেই আমল সীমাবদ্ধ রাখেন, এর বিপরীত বিষয়ের বিশুদ্ধতা জানার চেষ্টা করেননি, আল্লাহ আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করুন।

[১৫] আবু নুআইম তাঁর--- গ্রন্থে (৯/১০৭), আল হারাবী তার গ্রন্থের (১/৪৭) ইবনুল কাইয়্যিম---- গ্রন্থেও (২/৩৬৩), আল ফুল্লানী (১০৪পৃঃ)

[১৬] ইবন আবী হাতিম --- গ্রন্থে (৯৩পৃঃ), আবুল কাসিম আস্ সামার কান্দি---তে, আরো রয়েছে আবু হাফছ আল মুআদ্দাব এর---- (১/২৩৪)-তে আবু নুআইম --- (৯/১০৬পৃঃ), ইবন আসাকির (১৫/৯/২) বিশুদ্ধ সনদে।

(৮) আমি যা কিছুই বলেছি তার বিরুদ্ধে নবী (সাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে হাদীস এসে গেলে নবী (সাঃ)-এর হাদীসই হবে অগ্রাধিকারযোগ্য, অতএব আমার অন্ধ অনুসরণ করো না।[১৭]

(৯) নবী (সাঃ)-এর সব হাদীসই আমার বক্তব্য, যদিও আমার মুখ থেকে তা না শুনে থাক।[১৮]

৪) আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমহুল্লাহ)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ইমামগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারী এবং তা বাস্তবে রূপায়ণকারী ছিলেন। তাই তিনি শাখা প্রশাখামূলক কথা ও মতামত সম্বলিত কিতাব লিখা অপছন্দ করতেন।[১৮]

(১) তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ করো না; মালিক, শাফি'ঈ, আওযায়ী, ছাউরী এদেরও কারো অন্ধ অনুসরণ করো না। বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করেন তুমিও সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর।[১৯] অপর বর্ণনায় রয়েছেঃ তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারো অন্ধ অনুসরণ করবে না। নবী (সাঃ) ও তাঁর ছাহাবাদের থেকে যা কিছু আসে তা গ্রহণ কর, অতঃপর তাবিয়ীদের। তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির জন্য যে কারো থেকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। আবার কোন সময় বলেছেন, অনুসরণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের থেকে যা আসে তার অনুসরণ করবে । তাবিয়ীদের পর থেকে সে (যে কারো অনুসরণে) স্বাধীন থাকবে।[২০]

(২) আওযায়ী, মালিক ও আবু হানীফা প্রত্যেকের মতামত হচ্ছে মতামতই এবং আমার কাছে তা সমান (মূল্য রাখে), প্রমাণ রয়েছে কেবল হাদীসের ভিতর।[২১]

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করলো সে ধ্বংসের তীরে উপনীত।[২২]

এসবই হল ইমামগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ)-এর বক্তব্যসমূহ যাতে হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে। কথাগুলো কোন তর্ক বা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব, যে ব্যক্তি ইমামদের কিছু কথার বিরুদ্ধে গেলেও সকল সাহীহ সাব্যস্ত হাদীস আঁকড়ে ধরবেন, তিনি ইমামদের মাযহাব বিরোধী হবেন না এবং তাঁদের ত্বরীকা থেকে বহিস্কৃতও হবেন না বরং তিনি হবেন তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারী। আরো হবেন, শক্ত হাতল মজবুতভাবে ধারণকারী, যে হাতল ছিন্ন হবার নয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি শুধু ইমামদের বিরোধিতা করার কারণে সুসাব্যস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করে তার অবস্থা এমনটি নয়, বরং সে এর মাধ্যমে তাঁদের অবাধ্য হল এবং তাঁদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর বিরোধিতা করল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালকের শপথ-তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে তোমাকে বিচারক মানবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিবে।[২৩]

তিনি আরো বলেনঃ
অর্থঃ "তাই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন ভীতিগ্রস্ত থাকে (কুফর, শিরক বা বিদআত দ্বারা) ফিৎনায় আক্রান্ত হওয়ার অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে।[২৪]

---

[১৭] ইবন আবী হাতিম (৯৩পৃঃ), আবু নুআইম ও ইবন আসাকির (১৫/৯/২) বিশুদ্ধ সনদে।

[১৮] ইবন আবী হাতিম এর (৯৩-৯৪)

[১৮] ইবনুল জাউযী --- (১১২পৃঃ)

[১৯] আল ফাল্‌লানী (১১৩পৃঃ), ইবনুল কাইয়্যম --- এর (২/৩০২পৃঃ)

[২০] আবু দাউদ এর--- (২৭৬-২৭৭পৃঃ)

[২১] ইবন আব্দিল বর ---এর(২/১৪৯)

[২২] ইবনুল জাউযী (১৮২পৃঃ)

[২৩] সূরা আন-নিসা ৬৫ আয়াত

হাফিয ইবন রাজাব (রাহিমহুল্লাহ) বলেনঃ যার কাছেই নবী (সাঃ)-এর আদেশ পৌছে যায় এবং তিনি তা বুঝতে পারেন তাহলে তার উপর এটাকে উম্মতের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া ওয়াজিব, যদিও তা উম্মতের বিরাট কোন ব্যক্তিত্বের বিরোধী হয়। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ যে কোন বড় ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও অনুসরণযোগ্য, যিনি (বড় ব্যক্তিত্ব) ভুলবশতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে নবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এজন্যেই সাহাবাগণ ও তৎপরবর্তী লোকেরা ছহীহ হাদীসের বিরুদ্ধাচরণকারীর প্রতিবাদ করেছেন।

বরং কখনও প্রতিবাদে কঠোরতাও পোষণ করেছেন।[২৫]বিদ্বেষ নিয়ে নয় বরং তিনি তাদের অন্তরের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হলেন তাঁদের নিকট আরও প্রিয়তম এবং তাঁর আদেশ সব সৃষ্টিকুলের উর্ধ্বে। তাই যখন রাসূল (সাঃ) ও অন্য কারো আদেশের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিবে তখন রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ প্রাধান্য পাওয়ার ও অনুসরনের অধিক যোগ্য হবে। তবে এ নীতি নবীর বিপরীত (প্রমাণিত) কথার প্রবক্তার (মুজতাহিদের) বেলায় নয়, যেহেতু তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত[২৬] কারণ তিনি তাঁর নির্দেশের বিরোধীতাকে অপছন্দ করেন না যখন তার বিপরীতে রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ প্রকাশ পেয়ে যায়।

আমি বলছিঃ কিভাবেইবা তাঁরা এটাকে অপছন্দ করবেন অথচ তাঁরা স্বীয় অনুসারীদেরকে এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা অনুসারীদের উপর ওয়াজিব করেন নিজেদের কথাকে সুন্নাতের মোকাবিলায় পরিহার করতে। বরং ইমাম শাফি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর সাথীদেরকে আদেশ দেন যে, তারা যেন বিশুদ্ধ হাদীসকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে, যদিওবা তিনি এটি গ্রহণ করেননি অথবা এর বিপরীত মত পোষণ করতেন।

এ জন্যই তত্ত্ববিদ ইবন দাক্বীক্বিল ঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) সেসব বিষয়গুলো একত্রিত করেন যাতে চার ইমামের মাযহাবই বিশুদ্ধ হাদীছের বিরোধিতা করেছে- এককভাবে বা যৌথভাবে, এবং তা এক বৃহৎ খন্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার শুরুতে তিনি বলেনঃ মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে এ সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধ করা হারাম, তাঁদের অন্ধ অনুসারী ফক্বীহদের কর্তব্য হবে এগুলো জানা, যাতে ইমামগণের দিকে এসবের সম্বন্ধ জড়িয়ে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ না করতে হয়।

---

[২৪] সূরা আন-নূর ৬৩ আয়াত

[২৫] আমি বলছিঃ যদিও সেই কঠোরতা স্বীয় পিতা ও উলামাদের বিরুদ্ধেও হয়। যেমন ইমাম ত্বাহাবী --- কিতাবে (১/৩৭২পৃঃ) বর্ণনা করেন, আবু ইয়া'লা তাঁর --- গ্রন্থে (৩/১৩১৭পৃঃ আল-মাক্তাবুল ইসলামী প্রকাশনীর) উত্ত সনদে সালিম বিন আব্দিল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণনা করেন যার রাবীগণ বিশ্বস্ত। তিনি বলেন, আমি ইবন্ উমর (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম, হঠাৎ তাঁর কাছে সিরিয়ার এক লোক আগমন করে এবং তাঁকে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে। ইবন্ উমর বললেনঃ এই প্রকার হজ্জ ভাল ও সুন্দর; লোকটি বললঃ আপনার পিতাও এই হজ্জ থেকে নিষেধ করেছেন কিন্তু নবী (সাঃ) এটা করেছেন এবং এর আদেশ দিয়েছেন,তিনি বল্লেন, তুমি কি আমার পিতার কথা গ্রহণ করবে নাকি রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ ? লোকটি বলল-রাসূল (সাঃ)-এর আদেশই শিরোধার্য হবে। তখন তিনি বললেনঃ তুমি আমার কাছ থেকে উঠে চলে যাও। (আহমাদ হাঃ ৫৭০০) এই অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেন, (তিরমিযী ২/৮২ ভাষ্য, তুহফাতুল আহওয়াজীসহ) এবং তিনি একে ছহীহ বলেছে, ইবনু আসাকির (৭/৫১/১) ইবন্ আবি যি'ব থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ সা'দ বিন ইব্রাহীম (অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন আওফের ছেলে) এক ব্যক্তির উপর রাবী'আহ বিন আবি আব্দির রহমান এর মত দ্বারা ফায়াছালা প্রদান করেন, আমি তাঁকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) থেকে তার ফায়ছালার বিপক্ষে হাদীছ শুনালাম, তাতে সা'দ রাবী'আহ তাকে বললেনঃ এ হচ্ছে ইবন আবি যি'ব সে আমার কাছে বিশ্বস্ত। সে নবী (সাঃ) থেকে আপনার ফায়ছালার বিরুদ্ধে হাদীছ পেশ করছে, রাবী'আহকে বললেনঃ আপনি ইজতিহাদ করেছেন এবং আপনার ফায়সালা প্রদানও সম্পন্ন হয়েছে, তখন সা'দ বললেনঃ কি আশ্চর্য আমি সা'দের ফায়সালা বাস্তবায়ন করব আর আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ফায়সালা বাস্তবায়ন করবো না ? বরং আমি সা'দের মায়ের ছেলে সা'দ-এর ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করব। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ফায়সালা বাস্তবায়ন করব এই বলে সা'দ বিচারপত্র হাজির করতে বলেন এবং তা ছিড়ে ফেলেন আর যার বিরুদ্ধে ফায়সালা দিয়েছিলেন তার পক্ষে রায় প্রদান করেন।

[২৬] আমি বলছিঃ বরং তিনি প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন নবী (সাঃ)-এর বানীঃ হাকিম (শাসক) যদি ইজতিহাদ করে ফায়ছালা প্রদান করেন আর তা সঠিক হয় তবে তাঁর জন্য দু'টি প্রতিদান। আর যদি ইজতিহাদ করে ফায়সালা প্রদান করেন এবং তাতে ভুল করে ফেলেন তবে তার জন্য একটি প্রতিদান।(বুখারী, মুসলিম)